চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে অপহরণ করার পর বিপক্ষের রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর দেহ বিকৃত করেছিলেন, রুক্মিণীকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এসেছিলেন ও বিবাহ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজকন্যা রুক্মিণীকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন বৈরী রাজারা তাদের সৈন্যদের সমবেত করে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। শ্রীবলরাম ও যাদব সেনাপতিরা এই সমস্ত বিপক্ষের সম্মুখীন হয়ে তাদের অগ্রগতি রোধ করলেন। তখন শত্রু সৈন্যরা শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদের উপর অবিশ্রান্তভাবে বাণ বর্ষণ করতে শুরু করল। তাঁর ভাবী স্বামীর সৈন্যদের এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণের সম্মুখীন হতে দেখে, শ্রীমতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভয়ার্তভাবে তাকালেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাঁকে বললেন যে, ভয়ের কিছু নেই, কারণ তাঁর সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই নিশ্চিতরূপে শত্রুর বিনাশ করবে। জরাসন্ধ শিশুপালকে সান্ত্বনা দিল, "সুখ ও দুঃখ কখনই স্থির থাকে না এবং তা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সতের বার কৃষ্ণ আমাকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে আমি তাঁর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলাম। এইভাবে জয় ও পরাজয়কে অদৃষ্ট ও সময়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে দেখে আমি শোক কিম্বা আনন্দ না পাওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সময় এখন যাদবদের অনুকূল, তাই তারা কেবলমাত্র অল্প সৈন্যবাহিনী দিয়েই তোমাকে পরাজিত করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সময় তোমার অনুকূল হবে, তখন নিশ্চিতরূপে তুমি তাদের জয় করবে।" এইভাবে সান্ত্বনা লাভ করে তার অনুগামীদের নিয়ে শিশুপাল তার রাজ্যে ফিরে গেল।

রুক্মিণীর ভাই রুক্মী, যে ছিল কৃষ্ণবিদ্বেষী, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তার বোনের অপহরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাই উপস্থিত সকল রাজার সামনে, যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ ও তার বোনের উদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ সে কুণ্ডিনে প্রত্যাবর্তন না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভগবানকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমারাজি সম্বন্ধে অজ্ঞ, রুক্মী একাকী একটি মাত্র রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য সদর্পে এগিয়ে গেল। সে ভগবানের সামনে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে বাণ দ্বারা আঘাত করল এবং তিনি যাতে রুক্মিণীকে মুক্ত করে দেন, সেই দাবী জানাল। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর অস্ত্রশস্ত্র

সমস্ত প্রতিহত করে, সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। এরপর তিনি তাঁর তরবারি ওঠালেন এবং রুক্মীকে প্রায় হত্যা করার সময় রুক্মিণী মধ্যস্থতা করলেন ও ঐকান্তিকভাবে তাঁর ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে হত্যা করলেন না, কিন্তু তাঁর তরবারি দিয়ে ইতস্তত কিছু স্থান বাদ দিয়ে তার চুল ছেঁটে দিয়ে তাকে বিকৃত করলেন। ঠিক তখনই যাদব সৈন্যদের নিয়ে শ্রীবলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন। রুক্মীকে বিকৃতরূপে দেখতে পেয়ে তিনি বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সদস্যকে এইভাবে বিকৃত করে দেওয়া তাকে হত্যা করারই সমান; সুতরাং তাকে হত্যা না করে বরং মুক্ত করে দেওয়াই ভাল।"

শ্রীবলরাম এরপর রুক্মিণীকে বললেন যে, তাঁর ভাইয়ের দুঃখজনক অবস্থা তার অতীত কর্মের ফল ছিল মাত্র, কারণ প্রত্যেকেই তার আপন সুখ ও দুঃখ ভোগের জন্য দায়ী। জীবাত্মার চিন্ময় অবস্থান এবং সুখ ও দুঃখের মোহ কিভাবে অজ্ঞতার ফল মাত্র, এই বিষয়ে তিনি তাঁকে আরও উপদেশ প্রদান করলেন। শ্রীবলরামের উপদেশাবলী গ্রহণ করে রুক্মিণী তাঁর শোক পরিত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে রুক্মী তার যুদ্ধ করার সকল শক্তি ও ইচ্ছায় বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে হতাশ বোধ করল। যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণকে জয় না করে গৃহে প্রত্যাবর্তন না করার সংকল্প করেছিল, তাই সেই স্থানেই একটি নগরী নির্মাণ করে অদম্য ক্রোধ নিয়ে বসবাস করতে থাকল।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে তাঁর রাজধানী দ্বারকায় নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। কিভাবে শ্রীভগবান রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন সকল নগরবাসী সেই বৃত্তান্ত নগর জুড়ে প্রচার করে মহোৎসব করল। রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন করে দ্বারকার প্রত্যেকেই আনন্দ লাভ করল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সর্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্ধৃতকার্মুকাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে (বলে); **সর্বে**—তাদের সকলে; **সু-সংরব্ধাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **বাহান্**—তাদের যানে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **দংশিতাঃ**—বর্ম পরিধান করে; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—তাদের নিজ নিজ; **বলৈঃ**—সৈন্য বাহিনী; **পরিক্রান্তাঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অন্বীয়ুঃ**—তারা অনুসরণ করল; **ধৃত**—ধারণ করে; **কার্মুকাঃ**—তাদের ধনুক।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে কথা বলে, সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ রাজারা তাদের বর্ম পরিধান করল এবং তাদের নিজ নিজ যানে আরোহণ করল। ধনুর্ধারী প্রত্যেক রাজা নিজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল।

শ্লোক ২

তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ ।
তস্থুস্তৎসম্মুখা রাজন্ বিস্ফূর্জ্য স্বধনূংষি তে ॥ ২ ॥

তান্—তাদের; আপততঃ—আগত; আলোক্য—দর্শন করে; যাদব-অনীক—যাদব সৈন্যগণের; যূথ-পাঃ—সেনাপতি; তস্থুঃ—দণ্ডায়মান হল; তৎ—তাদের; সম্মুখাঃ—সম্মুখে; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); বিস্ফূর্জ্য—টংকার ধ্বনি করে; স্ব—তাদের; ধনূংষি—ধনুকসমূহে; তে—তারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, যাদব সৈন্যদের সেনাপতিরা যখন দেখল শত্রুসৈন্যেরা আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, তখন তারা ধনুকে টংকার দিয়ে তাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

শ্লোক ৩

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেঽস্ত্রকোবিদাঃ ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা ॥ ৩ ॥

অশ্বপৃষ্ঠে—ঘোড়ার পিঠে; গজ—হাতীর; স্কন্ধে—কাঁধে; রথ—রথের; উপস্থে—আসনে; অস্ত্র—অস্ত্রের; কোবিদাঃ—কুশলীরা; মুমুচুঃ—মুক্ত করল; শর—তীরের; বর্ষাণি—বর্ষণ; মেঘাঃ—মেঘ; অদ্রিষু—পর্বতের উপর; অপঃ—জল; যথা—যথা।

অনুবাদ

ঘোড়ার পিঠে, হাতীর কাঁধে ও রথের আসনে আরোহণ করে অস্ত্রকুশলী শত্রুরাজারা পর্বতের উপরে মেঘের বর্ষণের মতো যদুগণের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল।

শ্লোক ৪

পত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা ।
সব্রীড়মৈক্ষৎ তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৪ ॥

পত্যুঃ—তাঁর পতির; **বলম্**—সৈন্যগণ; **শর**—তীরের; **আসারৈঃ**—প্রবল বর্ষণ দ্বারা; **ছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সুমধ্যমা**—ক্ষীণকটি (রুক্মিণী); **সব্রীড়ম্**—সলজ্জভাবে; **ঐক্ষৎ**—তাকালেন; **তৎ**—তাঁর; **বক্ত্রম্**—মুখের দিকে; **ভয়**—ভয়ের সঙ্গে; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনা**—যাঁর দুই চোখ।

অনুবাদ

ক্ষীণকটি রুক্মিণী, তাঁর পতির সৈন্যবাহিনীকে প্রবল ধারায় বর্ষিত তীরের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে দেখে ভয়বিহ্বল নয়নে সলজ্জভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

শ্লোক ৫

প্রহস্য ভগবানাহ মা স্ম ভৈর্বামলোচনে ।
বিনঙ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥ ৫ ॥

প্রহস্য—হাসতে হাসতে; **ভগবান্**—ভগবান; **আহ্**—বললেন; **মা স্ম ভৈঃ**—ভীত হয়ো না; **বাম-লোচনে**—হে সুন্দরনয়না; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনাশ হবে; **অধুনা এব**—এখনই; **এতৎ**—এই; **তাবকৈঃ**—তোমার (সৈন্য) দ্বারা; **শাত্রবম্**—শত্রুদের; **বলম্**—সৈন্যবাহিনী।

অনুবাদ

উত্তরে ভগবান হাসলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, "ভয় পেয়ো না, হে সুন্দরনয়না। তোমার সৈন্যদের কাছে এই শত্রু সৈন্যবাহিনী এখনই বিনষ্ট হবে।"

তাৎপর্য

রুক্মিণীর প্রতি তাঁর পরম অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধীরোচিতভাবে তাঁর নিজ যাদবসৈন্যদের 'তোমার লোকেরা' বলে উল্লেখ করেছেন, যাতে বোঝায় যে, শ্রীভগবানের সমগ্র সাম্রাজ্য এখন তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর সম্পত্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আনন্দঘন ঐশ্বর্য সকল জীবের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন আর তাই তিনি তাদের ভগবদ্ধামে নিজ গৃহে ফিরে আসার জন্য ঐকান্তিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছিল তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশে, যিনি স্বয়ং তাঁর পরমোন্নত পিতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে সারা ভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় বার্তা প্রচার করেছিলেন—তাঁকে স্মরণ কর, তাঁর সেবা কর, তাঁর কাছে ফিরে যাও এবং ভগবানের সাম্রাজ্যের পরম ঐশ্বর্যে অংশগ্রহণ কর।

শ্লোক ৬

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ ।
অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্ ॥ ৬ ॥

তেষাম্—তাদের (বিপক্ষের রাজাদের) দ্বারা; **তৎ**—সেই; **বিক্রমম্**—বিক্রম; **বীরাঃ**—বীরগণ; **গদ**—গদ, শ্রীকৃষ্ণের ছোট ভাই; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্যরা; **অমৃষ্যমানাঃ**—অসহিষ্ণু হয়ে; **নারাচৈঃ**—লোহার তীর দ্বারা; **জঘ্নুঃ**—তাঁরা আঘাত করলেন; **হয়**—অশ্ব; **গজান্**—হস্তী; **রথান্**—এবং রথগুলি।

অনুবাদ

গদ ও সঙ্কর্ষণের নেতৃত্বে ভগবানের সৈন্যবাহিনীর বীরগণ বিপক্ষের রাজাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। তাই লৌহ শর দ্বারা তাঁরা শত্রুর অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৭

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি ।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষানি চ কোটিশঃ ॥ ৭ ॥

পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; **শিরাংসি**—মস্তক; **রথিনাম্**—রথারূঢ়গণের; **অশ্বিনাম্**—অশ্বারোহীগণের; **গজিনাম্**—গজারোহীগণের; **ভুবি**—ভূমিতে; **স**—সহ; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল; **কিরীটানি**—এবং শিরোস্ত্রাণ; **স**—সহ; **উষ্ণীষাণি**—উষ্ণীষ; **চ**—এবং; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি।

অনুবাদ

যুদ্ধরত অশ্ব, গজ ও রথারোহী কোটি কোটি সৈন্যদের মুণ্ড ভূমিতে পতিত হল; কোন কোন মুণ্ডে কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ, কোনওটিতে পাগড়ি পরা ছিল।

শ্লোক ৮

হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা ঊরবোঽঙ্ঘ্রয়ঃ ।
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্ত্যশিরাংসি চ ॥ ৮ ॥

হস্তাঃ—হাতগুলি; **স**—সহ; **অসি**—তরবারি; **গদা**—গদা; **ইষু-আসাঃ**—ধনুক; **করভাঃ**—আঙুলহীন হাত; **ঊরবঃ**—উরু; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—পদ; **অশ্ব**—ঘোড়ার; **অশ্বতর**—গর্দভ; **নাগ**—হাতী; **উষ্ট্র**—উট; **খর**—বন্য গাধা; **মর্ত্য**—এবং মনুষ্য; **শিরাংসি**—মস্তকগুলি; **চ**—ও।

অনুবাদ

চতুর্দিকে তরবারি, গদা ও ধনুক ধরা হাতের সঙ্গে উরু, পা ও আঙুলহীন হাত এবং ঘোড়া, গাধা, হাতী, উট, খর ও মানুষের মুণ্ডও পড়েছিল।

তাৎপর্য

করভাঃ বলতে কব্জি থেকে আঙুলের মূল পর্যন্ত হাতের অংশকে বোঝায়। একই শব্দ দ্বারা হাতীর শুঁড়ও বোঝাতে পারে এবং এইভাবে এই শ্লোকের অর্থে প্রকাশিত হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা উরুগুলি হাতীর শুঁড়ের মতো দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ৯

হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জয়াকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৯ ॥

হন্যমান—হত হওয়ায়; **বল-অনীকাঃ**—যাদের সৈন্যবাহিনী; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিদের দ্বারা; **জয়**—জয়ের জন্য; **কাঙ্ক্ষিভিঃ**—যারা আগ্রহী ছিল; **রাজানঃ**—রাজারা; **বিমুখাঃ**—নিরুৎসাহিত; **জগ্মুঃ**—প্রত্যাবর্তন করলেন; **জরাসন্ধপুরঃ-সরাঃ**—জরাসন্ধের নেতৃত্বে।

অনুবাদ

জরাসন্ধের নেতৃত্বাধীন রাজারা তাদের সৈন্যবাহিনীগুলিকে জয়োন্মুখী বৃষ্ণিদের দ্বারা বিনষ্ট হতে দেখে নিরুৎসাহিত হল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল।

তাৎপর্য

যদিও শিশুপাল রুক্মিণীকে বিবাহ করেনি, তবু সে আবেগবশে তাঁকেই তার সম্পদ বলে মনে করেছিল এবং তাই যেন প্রিয়তমা স্ত্রী-হারা মানুষের মতোই সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্লোক ১০

শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্ ।
নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্ ॥ ১০ ॥

শিশুপালম্—শিশুপাল; **সমভ্যেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **হৃত**—অপহৃত; **দারম্**—যার পত্নী; **ইব**—যেন; **আতুরম্**—আতুর; **নষ্ট**—নষ্ট; **ত্বিষম্**—বর্ণ; **গত**—গত; **উৎসাহম্**—উৎসাহ; **শুষ্যৎ**—শুষ্ক; **বদনম্**—বদন; **অব্রুবন্**—তারা বলতে লাগল।

অনুবাদ

পত্নীহারা মানুষের মতো আতুর শিশুপালের কাছে সেই রাজারা উপস্থিত হল। তার বর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল, তার উৎসাহ চলে গিয়েছিল এবং তার মুখ শুষ্ক দেখাচ্ছিল। রাজারা তখন তাকে এইভাবে বলল।

শ্লোক ১১

ভো ভোঃ পুরুষশার্দূল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ ।
ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

ভোঃ ভোঃ—হে মহাশয়; পুরুষ—পুরুষের মধ্যে; শার্দূল—হে ব্যাঘ্র; দৌর্মনস্যম্—মনের বিষণ্ণ অবস্থা; ইদম্—এই; ত্যজ—ত্যাগ কর; ন—না; প্রিয়—আকাঙ্ক্ষার; অপ্রিয়য়োঃ—অথবা অনাকাঙ্ক্ষার; রাজন্—হে রাজন; নিষ্ঠা—স্থিরতা; দেহিষু—দেহীগণের মধ্যে; দৃশ্যতে—দেখা যায়।

অনুবাদ

[জরাসন্ধ বলল—] হে নরশার্দূল, শিশুপাল, শোন, তোমার বিমর্ষতা ত্যাগ কর। হে রাজন, প্রকৃতপক্ষে দেহীগণের সুখ ও দুঃখ কখনই স্থিরভাবে থাকতে দেখা যায় না।

শ্লোক ১২

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া ।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥

যথা—যেমন; দারুময়ী—কাষ্ঠ নির্মিত; যোষিৎ—কোনও নারী; নৃত্যতে—নৃত্য করে; কুহক—জাদুকরের; ইচ্ছয়া—ইচ্ছার দ্বারা; এবম্—সেইভাবে; ঈশ্বর—ভগবানের; তন্ত্রঃ—নিয়ন্ত্রণাধীন; অয়ম্—এই জগৎ; ঈহতে—প্রবৃত্ত হয়; সুখ—সুখে; দুঃখয়োঃ—এবং দুঃখে।

অনুবাদ

কোনও নারী সাজের কাঠের পুতুল যেমন পুতুল-নাচিয়ের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনি ভগবানের নিয়ন্ত্রিত এই জগৎ সুখ ও দুঃখ উভয়ের মাঝেই সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

ভগবানের ইচ্ছাতেই, জীব নিজ ক্রিয়াকর্মের যথাযথ ফল পায়। যিনি পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর শরণাগত হন, তাঁকে কখনই জড় জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে যুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না। যেহেতু এই জড় জাগতিক

ব্যবস্থা অর্থাৎ জগতের মাঝে নানা উদ্যোগ নিয়ে যারা কাজ করে চলেছে, তারা আসলে ভগবানের সৃষ্টিকে শোষণ করতেই চাইছে। তাই তাদের এমন সব কর্মফল ভোগ করতেই হবে, যেগুলিকে কর্মবদ্ধ জীবমাত্রেই দুঃখজনক কিংবা সুখময় বলে মনে করে থাকে। বাস্তবিকই চিন্ময় পরমানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যায়, জীবনের এই সমস্ত জড়জাগতিক পন্থাই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১৩

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ ।
ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্য একমহং পরম্ ॥ ১৩ ॥

শৌরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে; **সপ্তদশ**—সতের; **অহম্**—আমি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সংযুগানি**—যুদ্ধে; **পরাজিতঃ**—পরাজিত হয়েছিলাম; **ত্রয়ঃবিংশতিভিঃ**—তেইশ; **সৈন্যৈঃ**—সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে; **জিগ্যে**—বিজয়ী হয়েছিলাম; **একম্**—একবার; **অহম্**—আমি; **পরম্**—মাত্র।

অনুবাদ

যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে এবং আমার তেইশটি সৈন্যবাহিনীকে সতেরবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, কেবলমাত্র একবার আমি তাঁকে পরাজিত করেছিলাম।

তাৎপর্য

জরাসন্ধ তার নিজের জীবনকে এই জড় জগতের অবশ্যম্ভাবী সুখ ও দুঃখেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছে।

শ্লোক ১৪

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ ।
কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ ॥ ১৪ ॥

তথা অপি—তথাপি; **অহম্**—আমি; **ন শোচামি**—শোক করি না; **ন প্রহৃষ্যামি**—আনন্দিত হই না; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **কালেন**—কাল দ্বারা; **দৈব**—দৈব; **যুক্তেন**—যুক্ত; **জানন্**—অবগত হয়ে; **বিদ্রাবিতম্**—চালিত হয়; **জগৎ**—এই জগৎ।

অনুবাদ

কিন্তু তবুও আমি কখনও শোক বা আনন্দ করিনি, কারণ, আমি জানি এই জগৎ কালচক্রে এবং অদৃষ্টের প্রভাবে চালিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবান এই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন, এই কথা উল্লেখ করার পর, জরাসন্ধ নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট পন্থাটি বর্ণনা করে। মনে রাখা উচিত যে, বেদের পরিপ্রেক্ষিতে কাল বা সময় কেবলমাত্র দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসররূপ গ্রহের গতি পরিমাপের পন্থারূপে উল্লেখিত হয় না, বরং যেভাবে সব কিছু ঘটে চলেছে, সেকথাও বোঝায়। সমস্ত কিছুই নিয়তি অনুযায়ী চলছে এবং এই নিয়তিকে 'কাল' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ কালের গতি অনুসারেই প্রত্যেকের নিয়তি প্রকটিত ও আরোপিত হয়।

শ্লোক ১৫

অধুনাপি বয়ং সর্বে বীরযূথপযূথপাঃ ।
পরাজিতাঃ ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

অধুনা—এখন; **অপি**—ও; **বয়ম্**—আমরা; **সর্বে**—সকল; **বীর**—বীরগণের; **যূথপ**—অধিপতির; **যূথপাঃ**—অধিপতি; **পরাজিতাঃ**—পরাজিত হয়েছি; **ফল্গু**—স্বল্পসংখ্যক; **তন্ত্রৈঃ**—যার অনুগামী; **যদুভিঃ**—যদুগণের দ্বারা; **কৃষ্ণ-পালিতৈঃ**—কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুবাদ

আর এখন আমরা সকলে, সেনাপতিদের মহাধ্যক্ষেরা, কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত যদুবাহিনী ও তাদের সামান্য ক'জন অনুগামীদের কাছে পরাজিত হয়েছি।

শ্লোক ১৬

রিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি ।
তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥

রিপবঃ—আমাদের শত্রুরা; **জিগ্যুঃ**—জয়ী হয়েছে; **অধুনা**—এখন; **কালে**—সময়; **আত্ম**—তাদের; **অনুসারিণি**—অনুকূল; **তদা**—তখন; **বয়ম্**—আমরা; **বিজেষ্যামঃ**—জয়ী হব; **যদা**—যখন; **কালঃ**—সময়; **প্রদক্ষিণঃ**—আমাদের দিকে ঘুরবে।

অনুবাদ

আমাদের শত্রুরা জয়ী হয়েছে কারণ কাল এখন তাদের অনুকূলে রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কাল আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, তখন আমরাই বিজয়ী হব।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রবোধিতা মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্ ।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবোধিতঃ**—সিদ্ধান্ত নিয়ে; **মিত্রৈঃ**—তার মিত্রদের দ্বারা; **চৈদ্যঃ**—শিশুপাল; **অগাৎ**—গমন করল; **স অনুগঃ**—তার অনুগামীদের সঙ্গে; **পুরম্**—তার নগরীতে; **হত**—নিহত হতে; **শেষাঃ**—অবশিষ্ট; **পুনঃ**—পুনরায়; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **যযুঃ**—গমন করল; **স্বম্ স্বম্**—তাদের নিজ নিজ; **পুরম্**—নগরীতে; **নৃপাঃ**—রাজারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে তার মিত্রদের পরামর্শ মেনে, শিশুপাল তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেল। অবশিষ্ট যোদ্ধারাও তাদের নিজ নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করল।

শ্লোক ১৮

রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিড়সহন্ স্বসুঃ ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী ॥ ১৮ ॥

রুক্মী—রুক্মী; **তু**—অধিকন্তু; **রাক্ষস**—রাক্ষস পন্থায়; **উদ্বাহম্**—বিবাহ; **কৃষ্ণ-দ্বিট্**—কৃষ্ণদ্বেষী; **অসহন্**—সহ্য করতে না পেরে; **স্বসুঃ**—তার ভগিনীর; **পৃষ্ঠতঃ**—পেছন হতে; **অন্বগমৎ**—সে অনুসরণ করল; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অক্ষৌহিণ্যা**—এক সমগ্র অক্ষৌহিণী বাহিনী দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **বলী**—শক্তিশালী।

অনুবাদ

অধিকন্তু, বলবান রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই কৃষ্ণ রাক্ষস মতে বিবাহ করার জন্য তার ভগিনীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই ঘটনা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করল।

শ্লোক ১৯-২০

রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্ ।
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ ॥ ১৯ ॥

অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য চ রুক্মিণীম্ ।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥ ২০ ॥

রুক্মী—রুক্মী; **অমর্ষী**—অসহিষ্ণু; **সু-সংরব্ধ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **শৃণ্বতাম্**—যখন তারা শ্রবণ করল; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূ-ভুজাম্**—রাজারা; **প্রতিজজ্ঞে**—সে প্রতিজ্ঞা করেছিল; **মহা-বাহুঃ**—মহাবাহু; **দংশিতঃ**—তার বর্ম পরিধান করে; **স-শরাসনঃ**—তার ধনুক সহ; **অহত্বা**—বধ না করে; **সমরে**—যুদ্ধে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অপ্রত্যূহ্য**—ফিরিয়ে না এনে; **চ**—এবং; **রুক্মিণীম্**—রুক্মিণী; **কুণ্ডিনম্**—কুণ্ডিন নগরীর; **ন প্রবেক্ষ্যামি**—আমি প্রবেশ করব না; **সত্যম্**—সত্য; **এতৎ**—এই; **ব্রবীমি**—আমি বলি; **বঃ**—তোমাদের সকলকে।

অনুবাদ

হতাশ ও ক্রুদ্ধ, মহাবাহু রুক্মী, বর্মে সজ্জিত ও তার ধনুক নিয়ন্ত্রণ করতে করতে সকল রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে হত্যা না করে এবং রুক্মিণীকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে না এনে কুণ্ডিনে প্রবেশ করব না। আমি তোমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।"

তাৎপর্য

রুক্মী এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করতে শুরু করল, যার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ ।
চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—কথা বলে; **রথম্**—তার রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ করতে করতে; **সারথিম্**—তার চালককে; **প্রাহ**—বলল; **সত্বরঃ**—সত্বর; **চোদয়**—চালাও; **অশ্বান্**—ঘোড়াগুলি; **যতঃ**—যেখানে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তস্য**—তাঁর; **মে**—আমার সঙ্গে; **সংযুগম্**—যুদ্ধ; **ভবেৎ**—অবশ্যই হবে।

অনুবাদ

এই কথা বলে সে তার রথে আরোহণ করল এবং তার সারথিকে বলল, "যেদিকে কৃষ্ণ রয়েছে সেদিকে সত্বর অশ্বদের চালনা কর। অবশ্যই তাঁর ও আমার যুদ্ধ হবে।

শ্লোক ২২

অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্মতেঃ ।
নেষ্যে বীর্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা ॥ ২২ ॥

অদ্য—আজকে; **অহম্**—আমি; **নিশিতৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **বাণৈঃ**—আমার তীর দ্বারা; **গোপালস্য**—গোপ বালকের; **সুদুর্মতেঃ**—যার মানসিকতা অত্যন্ত দুর্মদ; **নেষ্যে**—আমি দূর করব; **বীর্য**—তার ক্ষমতায়; **মদম্**—দর্প; **যেন**—যার দ্বারা; **স্বসা**—ভগিনী; **মে**—আমার; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **হৃতা**—অপহরণ করেছে।

অনুবাদ

"এই দুষ্ট মনোভাবাপন্ন গোপবালক তাঁর শৌর্য দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে বলপূর্বক আমার ভগিনীকে অপহরণ করেছে। কিন্তু আজ আমি আমার তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা তাঁর অহংকার দূর করব।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *গোপালস্য*'র প্রকৃত অর্থ "বেদের রক্ষাকর্তা", আর *দুর্মতেঃ* অর্থ, "যাঁর সুন্দর মন, বিদ্বেষীদের প্রতিও করুণাময়"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলছেন, রুক্মী যা বলেছিল তার যথার্থ অর্থ এই যে, আজ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে, এক মহাবীর হওয়ার দুরহঙ্কার থেকে রুক্মী নিজেকে মুক্ত করবে।

শ্লোক ২৩

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ ।
রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ ॥ ২৩ ॥

বিকত্থমানঃ—সদম্ভে বলতে বলতে; **কুমতিঃ**—দুর্বুদ্ধি; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **অপ্রমাণ-বিৎ**—পরিমাপ অনভিজ্ঞ; **রথেন একেন**—একটিমাত্র রথের সঙ্গে; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর; **ইতি**—এই বলতে বলতে; **অথ**—তখন; **আহ্বয়ৎ**—সে আহ্বান করল।

অনুবাদ

এইভাবে সদম্ভে বলতে বলতে, ভগবানের প্রকৃত ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞ মূর্খ রুক্মী, তার একমাত্র রথে শ্রীগোবিন্দের সমীপবর্তী হল এবং "দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর" বলে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল।

তাৎপর্য

এই সমস্ত শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রুক্মী সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেও, সে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার দিকে ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন ॥ ২৪ ॥

ধনুঃ—তার ধনুক; **বিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **সু**—অত্যন্ত; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়ভাবে; **জঘ্নে**—সে আঘাত করল; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **শরৈঃ**—তীর দ্বারা; **আহ**—সে বলল; **চ**—এবং; **অত্র**—এখানে; **ক্ষণম্**—ক্ষণকাল; **তিষ্ঠ**—দাঁড়াও; **যদূনাম্**—যদুগণের; **কুল**—বংশের; **পাংসন**—হে দূষণ।

অনুবাদ

রুক্মী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার ধনুক আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার আঘাত করল। তারপর সে বলল, "ওহে যদুকুলদূষণ, ক্ষণকাল এখানে দাঁড়াও!"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *কুল-পাংসন* শব্দটিকে *কুল-প* অর্থাৎ, "হে যদুবংশের অধিপতি," এবং *অংশন* অর্থাৎ, "হে দক্ষ শত্রুবধকারী" শব্দ দুটির সমন্বয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। বিশদ ব্যাকরণ দিয়ে আচার্যদেব এই ভাষ্যটিকে বোধগম্য করে তুলেছেন।

শ্লোক ২৫

যত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ ।
হরিষ্যেঽদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ ॥ ২৫ ॥

যত্র—যেখানে; **যাসি**—তুমি যাও; **স্বসারম্**—ভগিনী; **মে**—আমার; **মুষিত্বা**—হরণ করে; **ধ্বাঙ্ক্ষবৎ**—কাজের মতো; **হবিঃ**—হবি; **হরিষ্যে**—আমি দূর করব; **অদ্য**—আজ; **মদম্**—তোমার অহংকার; **মন্দ**—মন্দ; **মায়িনঃ**—প্রবঞ্চকের; **কূট**—কপট; **যোধিনঃ**—যোদ্ধার।

অনুবাদ

"যজ্ঞের হবি চুরি করে পালানো কাকের মতো তুমি আমার ভগিনীকে অপহরণ করে যেখানেই নিয়ে যাও, আমি পিছনে যাব। আজই আমি তোমার অহংকার দূর করব, তুমি নির্বোধ, তুমি প্রতারক, তুমি যুদ্ধকপট!

তাৎপর্য

রুক্মী তার কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আক্রমণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আরোপিত গুণাবলীর বর্ণনাই করছে। প্রতিটি জীবই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভগবানের

সম্পত্তি। সুতরাং ভগবানের আনন্দের জন্য নিবেদিত হবি চুরি করার জন্য রুক্মী একটি কাকের মতোই অপচেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ২৬

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্ ।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্ ॥ ২৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **ন**—না; **মে**—আমার; **হতঃ**—নিহত; **বাণৈঃ**—তীর দ্বারা; **শয়ীথাঃ**—তুমি শায়িত; **মুঞ্চ**—মুক্ত কর; **দারিকাম্**—কন্যা; **স্ময়ন্**—সহাস্যে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ধনুঃ**—তার ধনুক; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **ষড়ভিঃ**—ছয়টি (তীর) দ্বারা; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ করলেন; **রুক্মিণম্**—রুক্মীকে।

অনুবাদ

"আমার তীরগুলির আঘাতে নিহত হয়ে শুয়ে পড়বার আগেই কন্যাটিকে মুক্ত করে দাও।" এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং ছ'টি তীর নিক্ষেপের দ্বারা তিনি রুক্মীকে আঘাত করলেন এবং তার ধনুকটি ভেঙে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর সঙ্গে একত্রে একটি সুন্দর ফুলের শয্যায় শয়ন করার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু লজ্জাবশত রুক্মী প্রত্যক্ষভাবে এই বিষয়টির উল্লেখ করেননি।

শ্লোক ২৭

অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ ।
স চান্যদ্ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টভিঃ—আটটি (তীর) দ্বারা; **চতুরঃ**—চারটি; **বাহান্**—অশ্ব; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি দ্বারা; **সূতম্**—সারথি; **ধ্বজম্**—ধ্বজ; **ত্রিভিঃ**—তিনটি দ্বারা; **সঃ**—সে, রুক্মী; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য; **ধনুঃ**—ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ করল; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচটি বাণে।

অনুবাদ

রুক্মীর চারটি অশ্বকে আটটি তীর দ্বারা এবং তাঁর সারথিকে দুটি দ্বারা এবং রথের ধ্বজাকে তিনটি তীর দ্বারা ভগবান বিদ্ধ করলেন। রুক্মী অন্য ধনুকটি গ্রহণ করে পাঁচটি তীর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল।

শ্লোক ২৮

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ ।
পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তৈঃ—সেই সকল দ্বারা; তাড়িতঃ—বিদ্ধ হয়ে; শর—তীরের; ওঘৈঃ—বন্যা; তু—যদিও; চিচ্ছেদ—ভঙ্গ করলেন; ধনুঃ—(রুক্মীর) ধনু; অচ্যুতঃ—শ্রীকৃষ্ণ; পুনঃ—পুনরায়; অন্যৎ—অন্য; উপাদত্ত—সে (রুক্মী) তুলে নিল; তৎ—সেটি; অপি—ও; অচ্ছিনৎ—ভঙ্গ করলেন; অব্যয়ঃ—অচ্যুত ভগবান।

অনুবাদ

এই সমস্ত অনেক তীরের আঘাত পেলেও, ভগবান অচ্যুত আবার রুক্মীর ধনুক ভেঙে দিলেন। রুক্মী তবু অন্য ধনুক গ্রহণ করল, কিন্তু অচ্যুত ভগবান সেটিকেও খণ্ড খণ্ড করে ভঙ্গ করলেন।

শ্লোক ২৯

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্মাসী শক্তিতোমরৌ ।
যদ্‌যদায়ুধমাদত্ত তৎ সর্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ২৯ ॥

পরিঘম্—পরিঘ; পট্টিশম্—পট্টিশ; শূলম্—শূল; চর্ম-অসী—চর্ম এবং তরবারি; শক্তি—শক্তি; তোমরৌ—তোমর বা শাবলের মতো অস্ত্র; যৎ যৎ—যা যা; আয়ুধম্—অস্ত্র; আদত্ত—সে গ্রহণ করল; তৎ-সর্বম্—সেগুলির সকলই; সঃ—তিনি; অচ্ছিনৎ—ভঙ্গ করলেন; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

পরিঘ, পট্টিশ, তরবারি ও চর্ম, শূল, তোমর—যে যে অস্ত্র রুক্মী ধারণ করেছিল, সমস্তই শ্রীহরি আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করলেন।

শ্লোক ৩০

ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; রথাৎ—তার রথ হতে; অবপ্লুত্য—লাফ দিয়ে নেমে; খড়্গ—একটি খড়্গ; পাণিঃ—হাতে; জিঘাংসয়া—হত্যার আকাঙ্ক্ষায়; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; অভ্যদ্রবৎ—সে ধাবিত হল; ক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ; পতঙ্গঃ—পক্ষী; ইব—যেমন; পাবকম্—বায়ু।

অনুবাদ

তারপর রুক্মী তার রথ থেকে লাফ দিয়ে নামল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গ হাতে, কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনভাবে তাঁর দিকে ধাবিত হল।

শ্লোক ৩১

তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম চেষুভিঃ ।
ছিত্ত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য—তার; চ—এবং; আপততঃ—আক্রমণ উদ্যত; খড়্গম্—খড়্গ; তিলশঃ—তিল তিল খণ্ডে; চর্ম—ঢাল; চ—এবং; ইষুভিঃ—তাঁর তীর দ্বারা; ছিত্ত্বা—ছেদন করে; অসিম্—তাঁর তরবারি; আদদে—তিনি গ্রহণ করলেন; তিগ্মম্—তীক্ষ্ণ; রুক্মিণম্—রুক্মীকে; হন্তুম্—হত্যার জন্য; উদ্যতঃ—উদ্যত।

অনুবাদ

রুক্মী তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীভগবান তীর নিক্ষেপ করলেন যা রুক্মীর তরবারি ও ঢাল তিল তিল খণ্ডে ছেদন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাঁর নিজ তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করলেন এবং রুক্মীকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ৩২

দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্‌যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা ।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্তুরুবাচ করুণং সতী ॥ ৩২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; ভ্রাতৃ—তাঁর ভ্রাতাকে; বধ—বধ করতে; উদ্‌যোগম্—উদ্যোগ; রুক্মিণী—শ্রীমতী রুক্মিণী; ভয়—ভয়ে; বিহ্বলা—বিহ্বল হয়ে; পতিত্বা—পতিত হয়ে; পাদয়োঃ—চরণদ্বয়ে; ভর্তুঃ—তাঁর পতির; উবাচ—বললেন; করুণম্—কাতরভাবে; সতী—সতী।

অনুবাদ

সতী রুক্মিণী তাঁর ভ্রাতাকে বধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উদ্যত হতে দেখে বিহ্বল হলেন। তাঁর পতির চরণে পতিত হয়ে কাতরভাবে তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে ।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **যোগ-ঈশ্বর**—হে সকল যোগ শক্তির নিয়ন্তা; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অপরিমেয়; **দেব-দেব**—হে ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; **জগৎ-পতে**—হে জগতের পতি; **হন্তুম্ ন অর্হসি**—দয়া করে বধ করবেন না; **কল্যাণ**—হে মঙ্গলময়; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতা; **মে**—আমার; **মহা-ভুজ**—হে মহাভুজ।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন—হে যোগেশ্বর, হে অপরিমেয়, হে দেবদেব, হে জগন্নাথ! হে সর্ব-মঙ্গলময় ও মহাভুজ, কৃপা করে আমার ভ্রাতাকে হত্যা করবেন না!

শ্লোক ৩৪

শ্রীশুক উবাচ

তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া
শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া ।
কাতর্যবিস্রংসিতহেমমালয়া
গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্তত ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **পরিত্রাস**—সামগ্রিক ভয়ে; **বিকম্পিত**—কম্পিত; **অঙ্গয়া**—যাঁর অঙ্গসমূহ; **শুচা**—শোকে; **অবশুষ্যৎ**—শুষ্ক; **মুখ**—যাঁর মুখ; **রুদ্ধ**—এবং অবরুদ্ধ; **কণ্ঠয়া**—যার কণ্ঠ; **কাতর্য**—তাঁর কাতরতায়; **বিস্রংসিত**—স্খলিত; **হেম**—স্বর্ণ; **মালয়া**—যাঁর কণ্ঠহার; **গৃহীত**—ধারণ করলে; **পাদঃ**—তাঁর চরণযুগল; **করুণঃ**—করুণাময়; **ন্যবর্তত**—তিনি নিবৃত্ত হলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—চরম ভয়ে রুক্মিণীর সকল অঙ্গ যখন কাঁপতে থাকল এবং তাঁর মুখ শুষ্ক হল, মহাশোকে তখন তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর কাতরতায় তাঁর সুবর্ণ কণ্ঠহার স্খলিত হয়েছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ ধারণ করলে ভগবান করুণা অনুভব করে, নিবৃত্ত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'লোক ধর্ম' উদ্ধৃত করে বলছেন যে, কারও ভগিনী মাত্রেই মূর্তিমতী করুণা স্বরূপা হন—*দয়ায়া ভগিনী মূর্তিঃ*। রুক্মী যদিও বিদ্বেষ পরায়ণ ছিল এবং তার ভগিনীর পরম স্বার্থেরও বিরোধী হয়েছিল, তবু রুক্মিণী তার প্রতি করুণার্দ্র হয়েই ছিলেন, এবং তাঁরই করুণায় ভগবান সহযোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

চৈলেন বদ্ধ্বা তমসাধুকারিণং
সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ ।
তাবন্মমর্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভুতং
যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥ ৩৫ ॥

চৈলেন—বস্ত্রখণ্ড; **বদ্ধ্বা**—বন্ধন করে; **তম্**—তাকে; **অসাধুকারিণম্**—অন্যায়কারী; **সশ্মশ্রুকেশম্**—তার কিছু শ্মশ্রু ও কেশ অবশিষ্ট রেখে; **প্রবপন্**—তাকে মুণ্ডন করে; **ব্যরূপয়ৎ**—তাকে বিকৃত করলেন; **তাবৎ**—তখন থেকে; **মমর্দুঃ**—তারা চূর্ণ করেছিল; **পর**—বিপক্ষের; **সৈন্যম্**—সৈন্য; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **যদুপ্রবীরাঃ**—যদু বংশের বীরগণ; **নলিনীম্**—একটি পদ্ম ফুল; **যথা**—যেমন; **গজাঃ**—হাতীরা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সেই দুষ্কৃতীকে একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধেছিলেন। তারপর স্থানে স্থানে তার গোঁফ ও চুল অংশত অবশিষ্ট রেখে মুণ্ডন করে তিনি রুক্মীকে বিকৃতরূপ করতে লাগলেন। সেই সময় হাতী যেমন পদ্ম বিদলিত করে, যদুবীরগণ তেমনিভাবে তাদের বিপক্ষের অসামান্য সৈন্যবল দমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষপরায়ণ রুক্মীকে উদ্ভট চুলের ছাঁট দেওয়ার জন্য তাঁর সেই একই তীক্ষ্ণ তরবারিটি ব্যবহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্ ।
তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ—কৃষ্ণের; **অন্তিকম্**—নিকটে; **উপব্রজ্য**—উপস্থিত হয়ে; **দদৃশুঃ**—তারা (যাদব সৈন্যরা) দেখলেন; **তত্র**—সেখানে; **রুক্মিণম্**—রুক্মী; **তথাভূতম্**—এরূপ এক অবস্থায়; **হত**—মৃত; **প্রায়ম্**—প্রায়; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **সঙ্কর্ষণ**—বলরাম; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **বিমুচ্য**—মুক্ত করলেন; **বদ্ধম্**—বন্ধন (রুক্মীর); **করুণঃ**—করুণাময়; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

যখন যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা রুক্মীকে এমন কাতর অবস্থায় লজ্জায় মৃতপ্রায় দেখতে পেল। সর্বশক্তিমান বলরাম এইভাবে রুক্মীকে দেখে তিনি করুণাবশে তাকে মুক্ত করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩৭

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্ ।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥ ৩৭ ॥

অসাধু—অযথা; ইদম্—এই; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; কৃতম্—কৃত; অস্মৎ—আমাদের পক্ষে; জুগুপ্সিতম্—নিন্দিত; বপনম্—মুণ্ডন; শ্মশ্রু-কেশানাম্—তার শ্মশ্রু ও কেশের; বৈরূপ্যম্—বিরূপকরণ; সুহৃদঃ—পরিবারের কোনও সদস্যের; বধঃ—বধ।

অনুবাদ

[শ্রীবলরাম বললেন—] প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি অযথা আচরণ করেছ! এমন কাজ আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক, কারণ কোনও নিকট-আত্মীয়ের শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করে দিয়ে বিকৃতরূপ করা তাকে হত্যা করারই সমান।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান বলরাম জানতেন যে, রুক্মী অপরাধী পক্ষ, তবুও শোকার্তা রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি শান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করার মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া ।
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

মা—করো না; এব—বস্তুত; অস্মান্—আমাদের প্রতি; সাধ্বি—হে সাধ্বী; অসূয়েথাঃ—বিরোধীভাব; ভ্রাতুঃ—তোমার ভ্রাতার; বৈরূপ্য—বিকৃতরূপ দেওয়ার; চিন্তয়া—চিন্তাবশত; সুখ—সুখের; দুঃখ—এবং দুঃখ; দঃ—প্রদাতা; ন—না; চ—এবং; অন্যঃ—অন্য কেউ; অস্তি—সেখানে; যতঃ—যেহেতু; স্ব—তার নিজের; কৃত—কর্ম; ভুক্—ফলভোগকারী; পুমান্—কোনও মানুষ।

অনুবাদ

সাধ্বী, তোমার ভ্রাতার বিকৃতরূপ হওয়ার ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। নিজের সুখ ও দুঃখের জন্য অন্য কেউই দায়ী হয় না, কারণ মানুষ তার আপন কর্মফলই ভোগ করে।

শ্লোক ৩৯

বন্ধুর্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি ।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈবদোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

বন্ধুঃ—কোনও আত্মীয় বন্ধু; **বধ**—বধ হওয়ার; **অর্হ**—যোগ্য; **দোষঃ**—দোষী; **অপি**—হলেও; **ন**—না; **বন্ধোঃ**—কোনও আত্মীয়বন্ধুর থেকে; **বধম্**—বধ হওয়ার; **অর্হতি**—যোগ্য; **ত্যজ্যঃ**—ত্যজ্য; **স্বেন এব**—তার নিজের দ্বারা; **দোষেণ**—দোষ; **হতঃ**—হত; **কিম্**—কেন; **হন্যতে**—বধ হবে; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

[পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলরাম বললেন—] কোনও আত্মীয়বন্ধুর নিজের দোষে তার মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্য হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। বরং পরিবার থেকে তাকে ত্যাগ করা উচিত। কারণ ইতিমধ্যেই তার পাপের ফলে সে নিহত হয়েছে, কেন তাকে আবার হত্যা করবে?

তাৎপর্য

শ্রীরুক্মিণীকে আরও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, বলরাম আবার দৃঢ়ভাবে বললেন যে, রুক্মীকে অপদস্থ করা কৃষ্ণের উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্‌যেন ঘোরতমস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষত্রিয়াণাম্—ক্ষত্রিয়ের; **অয়ম্**—এই; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **প্রজাপতি**—প্রজাপতি, শ্রীব্রহ্মা; **বিনির্মিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **ভ্রাতা**—কোনও ভ্রাতা; **অপি**—ও; **ভ্রাতরম্**—তার ভ্রাতাকে; **হন্যাৎ**—হত্যা করবে; **যেন**—যার দ্বারা (ধর্ম); **ঘোরতমঃ**—অত্যন্ত নিদারুণ; **ততঃ**—সুতরাং।

অনুবাদ

[রুক্মিণীর দিকে ফিরে, বলরাম বলতে লাগলেন—] ব্রহ্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নির্দেশ করছে যে, কোনও মানুষ তার নিজের ভ্রাতাকেও হত্যা করতে পারে। সেটি বাস্তবিকই অত্যন্ত নিদারুণ বিধি।

তাৎপর্য

সততার স্বার্থে, শ্রীবলরাম, পরিস্থিতির সবিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও কোনও আত্মীয়কে হত্যা করা উচিত নয়, তবু সেনাবাহিনীর বিধি অনুসারে অপরাধের গুরুত্ব

লাঘবের ব্যবস্থাও রয়েছে। ১৮৬০ সালের আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের সময় অনেক পরিবার উত্তর ও দক্ষিণ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃহত্যা সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের হত্যা অবশ্যই ছিল *ঘোরতম,* অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তবুও জড় জগতের এমনই প্রকৃতি, যেখানে কর্তব্য, সম্মান এবং ন্যায়বিচার বলতে যা বোঝায়, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কেবলমাত্র চিন্ময় স্তরে, শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে আমরা জড়জাগতিক অস্তিত্বের যে বেদনা গ্রহণযোগ্য নয়, তা অতিক্রম করতে পারি। রুক্মী ঈর্ষা ও অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে কোনকিছু হৃদয়ঙ্গম করতে সে পারেনি।

শ্লোক ৪১

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ ।
মানিনোঽন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি ॥ ৪১ ॥

রাজস্য—রাজ্যের; **ভূমেঃ**—ভূমির; **বিত্তস্য**—বিত্তের; **স্ত্রিয়ঃ**—কোনও স্ত্রীর; **মানস্য**—মানের; **তেজসঃ**—শক্তির; **মানিনঃ**—অহংকারী; **অন্যস্য**—অন্য কিছুর; **বা**—বা; **হেতোঃ**—কারণের জন্য; **শ্রী**—তাদের ঐশ্বর্যে; **মদ**—উন্মত্ততা দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **ক্ষিপন্তি**—তারা অপমান করে; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

[পুনরায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—] আপন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে অহংকারী মানুষ রাজ্যপাট, ভূমি, সম্পদ, নারী, মানমর্যাদা শক্তি সামর্থ্যের মতো অনেক কিছুরই জন্য অন্য সকলকে ব্যথিত করে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণেরই মূলত রুক্মিণীকে বিবাহ করার কথা ছিল। এই বিষয়ে সকলের কাছে এটিই ছিল সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা, কিন্তু তবু প্রথম থেকেই রুক্মী এই সুন্দর ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিরোধিতা করছিল। যখন তার ভগিনীর ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত সফল হল এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে ভয়ঙ্করভাবে প্রাণঘাতী অস্ত্র ও ইতর অপমান সহকারে তাঁকে আক্রমণ করল। প্রতিফলস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাকে আবদ্ধ করলেন এবং আংশিকভাবে তার চুল ও গোঁফ কেটে দিলেন। যদিও রুক্মীর মতো এক গর্বোদ্ধত রাজপুত্রের ক্ষেত্রে সেটাই ছিল নিশ্চিতরূপে অপমানকর, তবু তার কৃতকর্মের বিচারে, তার শাস্তিটি ছিল নেহাতই তার হাতে একটি চাপড় মারার মতোই সামান্য মাত্র।

শ্লোক ৪২

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্বভূতেষু দুর্হৃদাম্ ।
যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥ ৪২ ॥

তব—তোমার; ইয়ম্—এই; বিষমা—পক্ষপাতমূলক; বুদ্ধিঃ—মনোভাব; সর্বভূতেষু—সকল জীবের প্রতি; দুর্হৃদাম্—অহিতপরায়ণ; যৎ—সেই; মন্যসে—তুমি ইচ্ছা কর; সদা—সর্বদা; অভদ্রম্—অভদ্র; সুহৃদাম্—তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি; ভদ্রম্—ভাল; অজ্ঞবৎ—কোনও অজ্ঞব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

[রুক্মিণীকে বলরাম বললেন—] তোমার মনোভাব যথার্থ নয়, কারণ তোমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি যারা অনিষ্টকারী এবং সকল জীবের প্রতি যারা বৈরীভাবাপন্ন, তুমি অজ্ঞ মানুষের মতোই তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করো।

শ্লোক ৪৩

আত্মমোহো নৃণামেব কল্প্যতে দেবমায়য়া ।
সুহৃদ্দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

আত্ম—আত্মা সম্বন্ধে; মোহঃ—বিভ্রান্ত; নৃণাম্—মানুষেরা; এব—মাত্র; কল্পতে—কার্যকরী হয়; দেব—ভগবানের; মায়য়া—মায়া শক্তির দ্বারা; সুহৃৎ—বন্ধু; দুর্হৃৎ—শত্রু; উদাসীনঃ—উদাসীন; ইতি—এইভাবে চিন্তা করে; দেহ—দেহ; আত্ম—আত্মরূপে; মানিনাম্—যারা বিবেচনা করে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে রাখে এবং তাই দেহকে আত্মরূপে গ্রহণ করে তারা অন্যান্যদের বন্ধু, শত্রু, বা নিরপেক্ষ মনে করে থাকে।

শ্লোক ৪৪

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্ ।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ৪৪ ॥

একঃ—এক; এব—মাত্র; পরঃ—পরম; হি—প্রকৃতপক্ষে; আত্মা—আত্মা; সর্বেষাম্—সকলের মধ্যে; অপি—এবং; দেহিনাম্—দেহিগণ; নানা—নানা; ইব—যেন; গৃহ্যতে—গ্রহণ করে; মূঢ়ৈঃ—মোহগ্রস্তদের দ্বারা; যথা—যথা; জ্যোতিঃ—দিব্য দেহ; যথা—যথা; নভঃ—আকাশ।

অনুবাদ

মানুষ যেমন আকাশের জ্যোতি, কিংবা শুধুমাত্র আকাশকেই দুটি ভিন্ন সত্তা বলে মনে করে, তেমনই যারা মোহগ্রস্ত, তারাও সমস্ত দেহধারী সত্তার মধ্যে অধিষ্ঠিত একই পরমাত্মাবাদ নানা রূপে অনুধাবন করে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শেষ পংক্তিটি, *যথা জ্যোতির্যথা নভঃ*। দুটি সাদৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় করায়, যেখানে এক বস্তুকে বহুরূপে আমরা অনুধাবন করি। 'জ্যোতি' শব্দটি আকাশের গ্রহনক্ষত্রের আলো বোঝায়, যেমন সূর্য বা চন্দ্র। যদিও চন্দ্র মাত্র একটিই আছে, তা হলেও আমরা ডোবা, নদী, হ্রদ এবং বালতির জলে চন্দ্রের প্রতিফলন দেখতেই পারি। তখন মনে হয় যেন বহু চন্দ্র রয়েছে, যদিও কেবল একটিই চন্দ্র রয়েছে। তেমনই, আমরা প্রত্যেক জীবের মধ্যে একই দিব্য অধিষ্ঠান অনুধাবন করি, কারণ ভগবান এক হলেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এখানে দ্বিতীয় সাদৃশ্যটি দেওয়া হয়েছে *যথা নভঃ*, সেই আকাশের মতো। একটি ঘরে যদি মুখ বন্ধ করা সারিবদ্ধ মাটির পাত্র থাকে, তা হলে আকাশ অথবা বায়ু প্রতিটি পাত্রেই রয়েছে, যদিও আকাশটি শুধুই একটি মাত্র সত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৩২) কাঠ ও আগুন বিষয়ে অনুরূপ উপমা দেওয়া হয়েছে—

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু ।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥

"আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই ভগবান, পরমাত্মারূপে, সকল বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন, এবং তাই তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হয়েও নানারূপে আবির্ভূত হন।"

শ্লোক ৪৫

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ ।
আত্মন্যবিদ্যয়া ক্লৃপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥ ৪৫ ॥

দেহঃ—জড় দেহ; **আদি**—শুরু; **অন্ত**—এবং শেষ; **বান্**—রয়েছে; **এষঃ**—এই; **দ্রব্য**—প্রাকৃতিক উপাদানের; **প্রাণ**—ইন্দ্রিয়; **গুণ**—এবং জড়া প্রকৃতির প্রাথমিক গুণাবলী (সত্ত্ব, রজ ও তম); **আত্মকঃ**—একত্রে গঠিত; **আত্মনি**—জীব; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যা দ্বারা; **ক্লৃপ্ত**—আরোপিত; **সংসারয়তি**—জন্ম-মৃত্যু চক্র প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হয়; **দেহিনম্**—কোনও জীব।

অনুবাদ

এই জড় দেহ, যেটির সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়ে থাকে, সেটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রকৃতির গুণাবলী দ্বারা গঠিত হয়েছে। জড় জাগতিক অবিদ্যার ফলেই আরোপিত এই দেহটি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে থাকে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন জড় গুণাবলী বিভিন্ন উপাদান এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে গঠিত এই জড় দেহটি বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ করে এবং বিকর্ষণ করে আর এইভাবেই তাকে সংসারে আবদ্ধ করে। আমাদের নিজ দেহ ও অন্য দেহগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের জন্য নিজেদের বৃহৎ প্রচেষ্টা ও ত্যাগে উৎসর্গ করা, কল্পিত ধর্ম উদ্ভাবন করা এবং উদার বক্তৃতা প্রদান করার মাধ্যমে আমরা এক অনিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করি এবং ব্যাপকভাবে জাগতিক মায়ায় আমাদের নিয়োজিত করি। শেকস্‌পীয়র তাই বলেছেন, "সমগ্র জগৎ একটি রঙ্গমঞ্চ।" সংসারের কিছুটা দুর্বোধ্য নাটকের ঊর্ধ্বে রয়েছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত ও অর্থপূর্ণ জগৎ, যেখানে, শুদ্ধভক্তের মুক্ত জীবন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিবেদিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৪৬

নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি ।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্ রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

ন—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অন্যেন**—অন্য কিছুর সঙ্গে; **সংযোগঃ**—সংযোগ; **বিয়োগঃ**—বিচ্ছেদ; **চ**—এবং; **অসতঃ**—যা অসার তার সঙ্গে; **সতি**—হে সতি; **তৎ**—তার থেকে (জীব); **হেতুত্বাৎ**—হেতুর জন্য; **তৎ**—তার দ্বারা (জীব); **প্রসিদ্ধেঃ**—প্রকাশিত হওয়ার জন্য; **দৃক্**—দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে; **রূপাভ্যাম্**—এবং দর্শনীয়; **যথা**—যথা; **রবেঃ**—সূর্যের জন্য।

অনুবাদ

হে সতি, অসার জড় জাগতিক বস্তুর সঙ্গে আত্মার কখনও সংযোগ কিম্বা বিচ্ছেদ হয় না, কারণ আত্মা সেই সব কিছুরই মূল বস্তু ও প্রকাশক। আত্মা তাই সূর্যেরই মতো বিরাজমান এবং তার সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের বাস্তবিকই সংযোগ কিম্বা বিচ্ছেদ ঘটে না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীব অজ্ঞতাবশে নিজেকে জড় দেহ বলে মনে করে এবং তাই জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বস্তু ও

আত্মাকে সমস্ত কিছুর আদি উৎস পরমব্রহ্ম সেই পরমেশ্বর ভগবানের দুটি সমান শক্তি বলে মানতে হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বর্ণনা করেছেন, *জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ*। জড়জগতকে জীবের ভোগ করার বাসনাই এই জগতকে ধারণ করে আছে। জড় জগৎ একটি কারাগারের মতো। অপরাধীরা অপরাধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর তাই সরকার একটি কারাগার প্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তেমনই, ভগবান জড় জগতকে পালন করছেন যেহেতু বদ্ধ জীবেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দৃঢ়সংকল্প এবং তাঁর প্রেমময়ী সহযোগিতা ছাড়াই তারা সব আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করে। তাই এখানে *তদ্ধেতুত্বাৎ* বাক্যাংশটি আত্মার বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ এই যে, জড় দেহের মধ্যে সমাবিষ্ট সকল বস্তুরই মূল হেতু বা ভিত্তি আত্মা। *তৎ-প্রসিদ্ধেঃ* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, দেহকে অনুধাবন করার ভিত্তিও সেই আত্মা এবং একই শব্দ একথাও বোঝাচ্ছে যে, এই সত্যটি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষদের কাছেই উদ্ভাসিত হয়।

এই যে শব্দার্থ প্রদান করা হয়েছে, তা ছাড়াও, *আত্মনঃ* শব্দটি এই শ্লোকে পরমাত্মাকে নির্দেশ করতে পারে, যেখানে *তদ্ধেতুত্বাৎ* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ শক্তিকে বিস্তার করেন এবং এইভাবে জড় জগতকে প্রকাশিত করেন। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু ভগবান তাঁর শুদ্ধ, চিন্ময় দেহে নিত্যকাল বিরাজ করে থাকেন, তাই তিনি কখনই জড় সত্তা হতে পারেন না।

শ্লোক ৪৭

জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥ ৪৭ ॥

জন্ম-আদয়ঃ—জন্ম ইত্যাদি; **তু**—কিন্তু; **দেহস্য**—দেহের; **বিক্রিয়াঃ**—রূপান্তর; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ক্বচিৎ**—কখনও; **কলানাম্**—কলার; **ইব**—যেমন; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **ইন্দোঃ**—চন্দ্রের; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **হি**—বস্তুত; **অস্য**—এর; **কুহূঃ**—অমাবস্যা; **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

জন্ম ও অন্যান্য রূপান্তর দেহেরই হয়, কিন্তু আত্মার কখনও তা হয় না, ঠিক যেমন চন্দ্রকলার পরিবর্তন হয়, কিন্তু কখনই চন্দ্রের পরিবর্তন হয় না, যদিও অমাবস্যার দিনটিকে চন্দ্রের 'মৃত্যু' বলা হতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম এখানে বর্ণনা করছেন যে, কিভাবে বদ্ধজীবেরা দেহকে আত্মজ্ঞান করে থাকে এবং কিভাবে এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করা উচিত। প্রতিটি সাধারণ মানুষই অবশ্যই নিজেকে তরুণ বা তরুণী, প্রবীণ বা প্রবীণা, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, স্বাস্থ্যবান বা অসুস্থ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু এই ধরনের দেহাত্মবুদ্ধি কেবলই মায়া, ঠিক যেমন চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধিও একটি মায়া। আমরা যখন নিজেদের জড় দেহের সঙ্গে আত্মজ্ঞান বোধ করি, আমরা তখন আত্মাকে উপলব্ধি করার শক্তি হারিয়ে ফেলি।

শ্লোক ৪৮

যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্ ॥ ৪৮ ॥

যথা—যেমন; **শয়ানঃ**—কোনও ঘুমন্ত মানুষ; **আত্মানম্**—নিজে; **বিষয়ান্**—ভোগ্য বিষয়ে; **ফলম্**—ফল; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **অনুভুঙ্‌ক্তে**—অনুভূতি লাভ করে; **অপি**—এমনকি; **অসতি অর্থে**—অসত্যভাবে; **তথা**—তেমনি; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **অবুধঃ**—মূঢ় ব্যক্তি; **ভবম্**—সংসার।

অনুবাদ

কোনও ঘুমন্ত মানুষ যেমন ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়াদি ও তার কর্মের ফল স্বপ্নের মায়ার মধ্যে স্বয়ং উপলব্ধি করে, তেমনিভাবে কোনও মূঢ় ব্যক্তিও সংসার দশা ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রুতিতে উল্লেখ করা হয়েছে—"জড় জগতের সঙ্গে জীবের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই।" এই বিষয়টি বর্তমান শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই রকমের কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২২/৫৬) পাওয়া যায়—

অর্থেঽহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥

"যদিও বাস্তব অস্তিত্বহীন, তবু জাগতিক জীবনধারা এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে মগ্ন মানুষেরা তা থেকে অব্যাহতি পায় না, ঠিক যেমন স্বপ্নের মাঝে অপ্রিয় অভিজ্ঞতা-অনুভূতিগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

শ্লোক ৪৯

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥ ৪৯ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **অজ্ঞান**—অজ্ঞতাবশত; **জম্**—জাত; **শোকম্**—শোক; **আত্ম**—তোমার নিজের; **শোষ**—শোষণ; **বিমোহনম্**—এবং মোহজনক; **তত্ত্ব**—সত্যের; **জ্ঞানেন**—জ্ঞান দ্বারা; **নির্হৃত্য**—দূরীভূত করে; **স্ব-স্থা**—তোমার স্বাভাবিকভাবে স্থিত; **ভব**—হও; **শুচিস্মিতে**—হে শুচিস্মিতে।

অনুবাদ

সুতরাং তোমার মনকে যে সব শোক দুঃখ দুর্বল ও বিভ্রান্ত করছে, তুমি সেগুলি অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের সাহায্যে দূরীভূত কর। হে শুচিস্মিতে, তোমার স্বাভাবিক মানসিকতা আবার ফিরে পাও।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম শ্রীমতী রুক্মিণীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি লক্ষ্মীদেবী, এই জগতে ভগবানের সঙ্গে লীলা সম্পাদন করছেন এবং তাই শোক দুঃখ বলতে যা বোঝায়, সেগুলি তাঁর পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা ।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **তন্বী**—ক্ষীণকটি রুক্মিণী; **রামেণ**—বলরাম দ্বারা; **পতিবোধিতা**—জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে; **বৈমনস্যম্**—তাঁর বিষণ্ণতা; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **মনঃ**—তাঁর মন; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **সমাদধে**—স্থির করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীবলরামের কাছ থেকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে, তন্বী রুক্মিণী তাঁর বিষণ্ণতা বিস্মৃত হলেন এবং দিব্য অপ্রাকৃত বুদ্ধি সহকারে তাঁর মন স্থির করলেন।

শ্লোক ৫১

প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড়্‌ভির্হতবলপ্রভঃ ।
স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ ।
চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎপুরম্ ॥ ৫১ ॥

প্রাণ—তার প্রাণের; **অবশেষঃ**—অবশিষ্ট মাত্র; **উৎসৃষ্টঃ**—পরিত্যক্ত; **দ্বিড়ভিঃ**—তার শত্রুদের দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **বল**—তার শক্তি; **প্রভঃ**—এবং অঙ্গ জ্যোতি; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **বিরূপ-করণম্**—তার বিরূপকরণ; **বিতথ**—হতাশ হয়ে; **আত্ম**—তার নিজ; **মনঃ-রথঃ**—আকাঙ্ক্ষাসমূহ; **চক্রে**—সে নির্মাণ করল; **ভোজকটম্ নাম**—ভোজকট নামে; **নিবাসায়**—তার বাসের জন্য; **মহৎ**—বৃহৎ; **পুরম্**—একটি নগর।

অনুবাদ

রুক্মী তার শত্রুদের কাছে বিজিত হয়ে কেবলমাত্র তার প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকলেও এবং তার শক্তি ও দেহপ্রভা বিনষ্ট হলেও, কিভাবে তাকে বিকৃতরূপ দেওয়া হয়েছিল, তা সে ভুলতে পারল না। হতাশায়, তার বসবাসের জন্য ভোজকট নাম দিয়ে একটি বৃহৎ নগরী সে নির্মাণ করেছিল।

শ্লোক ৫২

অহত্বা দুর্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য যবীয়সীম্ ।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্ রুষা ॥ ৫২ ॥

অহত্বা—বধ না করে; **দুর্মতিম্**—দুর্মতি; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অপ্রত্যূহ্য**—ফিরিয়ে না এনে; **যবীয়সীম্**—আমার কনিষ্ঠা ভগিনী; **কুণ্ডিনম্**—কুণ্ডিন; **ন প্রবেক্ষ্যামি**—আমি প্রবেশ করব না; **ইতি**—এরূপ; **উক্ত্বা**—বলে; **তত্র**—সেখানে (সেই একই জায়গায়, যেখানে তাকে বিকৃতরূপ করা হয়েছিল); **অবসৎ**—সে বাস করতে থাকল; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

যেহেতু সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "যতক্ষণ না আমি দুর্মতি কৃষ্ণকে হত্যা করছি এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে ফিরিয়ে আনছি, ততদিন আমি কুণ্ডিনে পুনরায় প্রবেশ করব না," ক্রুদ্ধ হতাশায় রুক্মী সেই স্থানেই বাস করতে থাকল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ভোজ* শব্দের অর্থ 'প্রাপ্ত হওয়া' এবং *নানার্থবর্গ* অভিধান অনুসারে সেই *কটঃ* অর্থ, 'ব্রত'। তাই ভোজকট হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে রুক্মী তার ব্রতের ফলস্বরূপ দুর্দশা ভোগ করেছিল।

শ্লোক ৫৩

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্ ।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরুদ্বহ ॥ ৫৩ ॥

ভগবান্—ভগবান; **ভীষ্মকসুতাম্**—ভীষ্মকের কন্যা; **এবম্**—এইভাবে; **নির্জিত্য**—পরাজিত করে; **ভূমিপান্**—রাজাদের; **পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে; **আনীয়**—আনয়ন করে; **বিধিবৎ**—বেদের নির্দেশ অনুসারে; **উপযেমে**—বিবাহ করলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুবংশরক্ষক।

অনুবাদ

হে কুরুবংশরক্ষক, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিপক্ষের সকল রাজাদের পরাজিত করে ভীষ্মক কন্যাকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে তাকে বিবাহ করলেন।

শ্লোক ৫৪

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুর্যাং গৃহে গৃহে ।
অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ॥ ৫৪ ॥

তদা—তখন; **মহা-উৎসবঃ**—মহোৎসব; **নৃণাম্**—জনগণ দ্বারা; **যদু-পুর্যাম্**—যদুগণের রাজধানী দ্বারকায়; **গৃহে গৃহে**—প্রতিটি গৃহে; **অভূৎ**—উত্থিত; **অনন্য-ভাবানাম্**—যাদের অনন্য প্রেম ছিল; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **যদুপতৌ**—যদুগণের প্রধান; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

সেই সময়, হে রাজন, যদুপুরীর নাগরিকগণ কেবলমাত্র যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাসত, তাই সেখানকার সকল গৃহে মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৫

নরা নার্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ।
পারিবর্হসুপাজহ্রুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫ ॥

নরাঃ—পুরুষেরা; **নার্যঃ**—রমণীরা; **চ**—এবং; **মুদিতাঃ**—মহানন্দে; **প্রমৃষ্ট**—মার্জিত; **মণি**—তাদের মণি রত্নাদি; **কুণ্ডলাঃ**—এবং কুণ্ডল; **পরিবর্হম্**—বিবাহের উপহার; **উপাজহ্রু**—তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদান করেছিল; **বরয়োঃ**—বর-বধূকে; **চিত্র**—বিচিত্র; **বাসসোঃ**—তাদের বসনভূষণাদি।

অনুবাদ

সমস্ত নারী-পুরুষ মহানন্দে উজ্জ্বল মণিরত্নাদি ও কুণ্ডলে বিভূষিত হয়ে বিবাহের উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছিল এবং সেইগুলি তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচিত্র বসনে ভূষিত বর ও বধূকে নিবেদন করেছিল।

শ্লোক ৫৬

সা বৃষ্ণিপুর্যুত্তস্তিতেন্দ্রকেতুভির্
বিচিত্র মাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ ।
বভৌ প্রতিদ্বার্যুপক্লপ্তমঙ্গলৈর
আপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ ॥ ৫৬ ॥

সা—সেই; বৃষ্ণিপুরী—বৃষ্ণিদের নগরী; উত্তস্তিত—উত্তোলিত; ইন্দ্রকেতুভিঃ—উৎসবস্তম্ভ দ্বারা; বিচিত্র—বিচিত্র; মাল্য—ফুলমালা সমন্বিত; অম্বর—কাপড়ের পতাকা; রত্ন—রত্ন; তোরণৈঃ—তোরণ দ্বারা; বভৌ—শোভাবর্ধন করছিল; প্রতি—প্রতিটি; দ্বারি—দ্বারে; উপক্লপ্ত—সাজানো হয়েছিল; মঙ্গলৈঃ—মাঙ্গলিক সামগ্রী দিয়ে; আপূর্ণ—পূর্ণ; কুম্ভ—কুম্ভ; অগুরু—সুগন্ধি অগুরু; ধূপ—ধূপ; দীপকৈঃ—এবং দীপ।

অনুবাদ

বৃষ্ণিদের নগরী অতি সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সুউচ্চ উৎসব স্তম্ভ এবং ফুলমালা, কাপড়ের পতাকা ও মূল্যবান রত্ন দিয়ে সুসজ্জিত তোরণ গড়া হয়েছিল। মাঙ্গলিক জলপূর্ণ কুম্ভ, সুগন্ধি অগুরু, ধূপ ও দীপের আয়োজনে প্রতিটি গৃহদ্বার সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৫৭

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্ ।
গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

সিক্ত—সিক্ত; মার্গা—নগরীর পথগুলি; মদ—উত্তেজিত হস্তীর কপাল হতে ক্ষরিত রসধারা; চ্যুদ্ভিঃ—ক্ষরিত; আহূত—নিমন্ত্রিত; প্রেষ্ঠ—প্রিয়; ভূ-ভুজাম্—রাজাদের; গজৈঃ—হাতীদের দ্বারা; দ্বাঃসু—দ্বারগুলিতে; পরামৃষ্ট—পরিচালিত; রম্ভা—কলাগাছ দ্বারা; পূগ—এবং গুবাক বৃক্ষ; উপশোভিতা—শোভিত।

অনুবাদ

বিবাহে আমন্ত্রিত অতিথিস্বরূপ প্রিয়জন রাজাদের প্রমত্ত হাতীগুলি নগরীর পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং এই হাতীগুলি দ্বারে দ্বারে কদলী ও গুবাক বৃক্ষ স্থাপন করে নগরীর সৌন্দর্য আরো বর্ধিত করেছিল।

শ্লোক ৫৮

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ ।
মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥ ৫৮ ॥

কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকেয়-বিদর্ভ-যদু-কুন্তয়ঃ—কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি বংশের সদস্যদের; **মিথঃ**—একে অপরের সঙ্গে; **মুমুদিরে**—তাঁরা আনন্দ লাভ করেছিলেন; **তস্মিন্**—সেই (উৎসবে); **সম্ভ্রমাৎ**—উত্তেজনাবশত; **পরিধাবতাম্**—যারা ছোটাছুটি করছিল, তাদের মধ্যে।

অনুবাদ

যারা কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি বংশীয় রাজ পরিবারগুলি থেকে এসেছিলেন, তাঁরা মহানন্দে ইতস্তত ধাবমান মানুষের ভীড়ের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

রুক্মিণ্যাঃ—রুক্মিণীর; **হরণম্**—হরণ সম্বন্ধে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গীয়মানম্**—যা গীত হয়েছিল; **ততঃ ততঃ**—সর্বত্র; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **রাজ-কন্যাঃ**—রাজকন্যা; **চ**—এবং; **বভূবুঃ**—হয়েছিল; **ভৃশ**—অত্যন্ত; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

সর্বত্র মহিমা কীর্তিত রুক্মিণী হরণের কথা শ্রবণ করে রাজা ও তাঁদের রাজকন্যাগণ সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬০

দ্বারকায়ামভূদ্ রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্ ।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ ৬০ ॥

দ্বারকায়াম্—দ্বারকায়; **অভূৎ**—সেখানে; **রাজন্**—হে রাজন; **মহামোদঃ**—মহা আনন্দ; **পুর-ওকসাম্**—পুরবাসীদের জন্য; **রুক্মিণ্যা**—রুক্মিণীর সঙ্গে; **রময়া**—লক্ষ্মীদেবী; **উপেতম্**—মিলিত; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **শ্রিয়ঃ**—সকল ঐশ্বর্যের; **পতিম্**—পতি।

অনুবাদ

সকল ঐশ্বর্যাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী রুক্মিণীর সঙ্গে মিলিতভাবে দর্শন করে দ্বারকার নগরবাসীরা মহা-আনন্দিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ' নামক চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।